সংবাদপত্রের নির্বাচিত রিপোর্ট: সারসংক্ষেপ

নিয়মিত বিভাগ হিসেবে এই পাতায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ খবর বা প্রতিবেদনের নির্বাচিত অংশ এখানে প্রকাশিত হবে। - সম্পাদনা পরিষদ

প্রতি মণ বোরোয় কৃষকের লোকসান ১৫০ টাকা

৪ মে, ২০১৬, বণিক বার্তা

গতবারের তুলনায় চলতি মৌসুমে ধানের দাম কিছুটা বাড়তির দিকে। ফলনও ভালো পাচ্ছেন কৃষক। সংগ্রহ মৌসুমে সরকারের তরফ থেকে বিপুল পরিমাণে ধান কেনার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তার পরও লোকসান থেকে বেরোতে পারছেন না তারা। প্রতি মণ বোরো ধান উৎপাদনে কৃষককে লোকসান গুনতে হচ্ছে প্রায় ১৫০ টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের (ড্যাম) হিসাবে, চলতি মৌসুমে প্রতি কেজি বোরো ধান উৎপাদনে খরচ হয়েছে ২০ টাকা ৭০ পয়সা। আর চাল উৎপাদনে ব্যয় কেজিপ্রতি ২৯ টাকা। এ হিসাবে এক মণ ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ পড়েছে ৮২৮ টাকা। কিন্তু দেশের বিভিন্ন বাজারে সাধারণ মানের ধান বিক্রি হচ্ছে প্রতি মণ ৬৫০-৭২০ টাকায়। গড়ে ৬৮৫ টাকায় বিক্রি হওয়ায় মণপ্রতি কৃষকের লোকসান হচ্ছে প্রায় ১৫০ টাকা।

যশোর সদরের চাচড়ার কৃষক মো. সিরাজুল ইসলাম। স্থানীয় ফারমার্স ইউনিয়নের এ আহ্বায়ক জানান, সেচ, সার ও কীটনাশকনির্ভর বোরো ধান আবাদে নিবিড় পরিচর্যায় খরচ পড়ে বেশি। বীজতলা তৈরি থেকে শুরু করে চারা লাগানো, নিড়ানি দেয়া, ধান কাটা, মাড়াইসহ ঘরে তোলা পর্যন্ত প্রতি বিঘা জমিতে কৃষি মজুর লাগে ২৫ জন। বীজের দাম, সারের দাম, তিনবার সেচ, দুবার কীটনাশক প্রয়োগ ও জমির ভাড়াসহ এক বিঘা জমিতে ধান চাষে খরচ পড়ে প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার টাকা। প্রতি বিঘা জমিতে ধান পাওয়া যায় গড়ে ১৯ মণ। সে হিসাবে প্রতি মণে খরচ হচ্ছে ৮১৫ টাকা। কিন্তু বাজারে মোটা চালের ধান বিক্রি হচ্ছে ৬৫০ টাকায়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমদানি করা চালের মজুদ থাকায় এবং বাজারে সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে চালকল মালিকদের কম দামে ধান কেনার প্রবণতাই দাম কমার অন্যতম কারণ। এছাড়া ধানচাষীদের বেশির ভাগই প্রান্তিক কৃষক। বর্গার টাকা পরিশোধের তাগিদের পাশাপাশি নিজেদের আর্থিক প্রয়োজনে এসব কৃষক মৌসুমের শুরুতে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে বাজারে সরবরাহে কোনো ঘাটতি হচ্ছে না। এজন্য দামও বাড়ছে না।

ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্পের ফ্ল্যাট: ছিন্নমূলদের ফ্ল্যাটে প্রভাবশালীদের বাস

৫ মে, ২০১৬, প্রথম আলো

ছিন্নমূল মানুষের জন্য নির্মিত ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্পের ১৮টি ভবনে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ছিন্নমূল নন। সেখানে বসবাস করছে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়োজিত বেশ কিছু পরিবার। এ ছাড়া প্রকল্পের অধীনে ১২টি ভবনের নির্মাণকাজ চলছে বলে প্রচার করা হলেও ভবনগুলোর জন্য এখন পর্যন্ত কার্যাদেশই দেওয়া হয়নি।

বিভিন্ন বস্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়া প্রায় ২০ হাজার ছিন্নমূল বাসিন্দার আবাসনের জন্য ১৯৯৮ সালে ভাষানটেকে দেড় শ বিঘা খাসজমি নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। তখন কথা ছিল, এই জায়গায় প্রায় ৩৪৮ কোটি টাকায় ১১১টি ভবন নির্মাণ করা হবে। কিন্তু ঠিকাদারি কোম্পানি নর্থ সাউথ প্রপার্টিজ লিমিটেড ২০১০ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৮টি ভবন নির্মাণ করে। পরে অনিয়মের অভিযোগে সরকার ওই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে।

ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্প ফ্ল্যাট মালিক কল্যাণ সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সেখানে 'এ' প্রকৃতির (২১৫ বর্গফুট) ও 'বি' প্রকৃতির (৩৯৫ বর্গফুট) মোট ১ হাজার ৯০০ ফ্ল্যাটে যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁদের বেশির ভাগই ছিন্নমূল নন। ফ্ল্যাটের দাম শুরুতে ৩ লাখ ৫৫ হাজার টাকা হলেও বেশির ভাগ বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে দ্বিগুণ, আড়াই গুণ দাম নেওয়া হয়েছে। নতুন যে ভবনগুলো হবে, সেখানে ফ্ল্যাটের মূল দামই হচ্ছে নয় লাখ টাকা। এর বাইরে ফ্ল্যাট বুঝে পেতেও নানা খরচ আছে।

সরকার ও হেফাজতের সম্পর্ক এখন ঘনিষ্ঠ

৫ মে ২০১৬, প্রথম আলো

হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে পুলিশ তিন বছর আগে অর্ধশতাধিক মামলা করলেও সরকারের সঙ্গে ধর্মভিত্তিক এই সংগঠনটির সম্পর্ক এখন ঘনিষ্ঠ। ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর শাপলা চত্বরে হেফাজতের নজিরবিহীন সমাবেশ ও তাণ্ডবের পর পুলিশ একে একে মামলাগুলো দায়ের করে।

দুই পক্ষের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানায়, সরকারের সঙ্গে একধরনের অলিখিত সমঝোতার ফলে হেফাজতের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে।

বিনিময়ে ১৩ দফা দাবি নিয়ে আগের উগ্র অবস্থান থেকে সরে এসেছে হেফাজত।

হেফাজতের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সংগঠনের বেশির ভাগ নেতা-কর্মী ও সমর্থকও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, হেফাজতের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক রয়েছে। আওয়ামী লীগ, সরকার ও ছাত্রলীগকে 'হেফাজতের বন্ধু' বলে গত বছরের ১১ এপ্রিল আহমদ শফীর বক্তৃতার পর এ বিশ্বাস আরও জোরালো হয়।

সর্বশেষ গত ১৪ জানুয়ারি ব্যক্তিগত জীবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধর্ম পালনের বিষয়টি উল্লেখ করে আহমদ শফী বলেন, 'তিনি আস্তিক, আমরাও আস্তিক। আমরা ও তাঁদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের আন্দোলন নাস্তিকদের বিরুদ্ধে।'

স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, পানিসম্পদমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ সালাম মাঝেমধ্যে হেফাজতের আমিরের পরিচালনাধীন হাটহাজারী মাদ্রাসায় যান। এ ছাড়া বিভিন্ন সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তারা নিয়মিত মাদ্রাসায় যাতায়াত করেন।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রর নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে রিলায়েন্স

৫ মে, ২০১৬, বণিক বার্তা

রিলায়েন্সের বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। প্রথম পর্যায়ে ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রটি হবে নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে। পাশাপাশি কক্সবাজারের মহেশখালী দ্বীপে ফ্লোটিং স্টোরেজ রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) বা স্বতন্ত্র ভাসমান টার্মিনাল স্থাপনও করবে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটি।

রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেডের ওয়েবসাইটে ৪ মে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে অনুমোদনের বিষয়টি জানানো হয়। বিবৃতিতে রিলায়েন্স উল্লেখ করে, মেঘনাঘাটের বিদ্যুৎকেন্দ্রর জন্য ভূমির বন্দোবস্ত করবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিপি)। বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে এলএনজি সরবরাহ করা হবে মহেশখালী টার্মিনাল থেকে। টার্মিনালটি থেকে অতিরিক্ত রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি তারা পেট্রোবাংলাকে সরবরাহ করবে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হবে, তাও বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেড। বিবৃতি অনুযায়ী, অন্ধ্র প্রদেশের সমলকট প্রকল্পের জন্য চুক্তি হওয়া যন্ত্রপাতি বাংলাদেশের প্রকল্পে ব্যবহার করবে রিলায়েন্স। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জেনারেল ইলেকট্রিকসহ আন্তর্জাতিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এসব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। .....

প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) খবর অনুযায়ী, অন্ধ্র প্রদেশে গ্যাসভিত্তিক ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ করছিল রিলায়েন্স। এ প্রকল্পে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের কেজি-ডিসিক্স বণ্টক থেকে গ্যাস বরাদ্দ দেয়ার কথা। কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় অন্ধ্র প্রদেশের প্রকল্পে গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হয়নি। আর প্রকল্পের উপকরণ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত আছে। ফলে বাংলাদেশের প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। ... ...

বেতন-ভাতা দ্বিগুণ হলো রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের

৪ মে ২০১৬ কালের কণ্ঠ

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বেতন-ভাতা ও সুবিধাদি বাড়িয়ে পৃথক তিনটি বিল পাস করেছে জাতীয় সংসদ্ ..

রাষ্ট্রপতির (বেতন-ভাতা ও সুবিধাদি) (সংশোধন) বিলে রাষ্ট্রপতির বেতন ৬১ হাজার ২০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে এক লাখ ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এছাড়া সুবিধাদি এক লাখ ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর (বেতন-ভাতা ও সুবিধাদি) (সংশোধন) বিলে প্রধানমন্ত্রীর

বেতন ৫৮ হাজার ৬০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে এক লাখ ১৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সুবিধাদি ও ভাতা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে এক লাখ টাকা, এক হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩ হাজার টাকা, এক লাখ ৪০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।.....

ডায়ালিসিসের অভাবে বছরে ৪০ হাজার কিডনি রোগীর মৃত্যু

৬ মে, ২০১৬, বণিক বার্তা

দেশে কিডনি রোগে ভুগছে এক কোটির বেশি মানুষ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ (ইএসআরডি) বা চরম পর্যায়ে রয়েছে দেড় লাখের বেশি রোগী, প্রতি সপ্তাহে যাদের নিয়মিত ডায়ালিসিস করতে হয়। কিন্তু ডায়ালিসিসের জন্য দেশে মেশিন রয়েছে মাত্র ৬৫০টি, যা দিয়ে ১০ শতাংশেরও কম অর্থাৎ ১০ হাজার রোগীকে চিকিত্সা দেয়া সম্ভব। ডায়ালিসিস সেবা না পাওয়ায় প্রতি বছর মারা যাচ্ছে ৪০ হাজার কিডনি রোগী। যারা বেঁচে থাকছে, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে তারাও। ...

ইন্ট্যারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি), বাংলাদেশ কিডনি ফাউন্ডেশন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) গবেষণা বলছে, বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ মানুষ দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে ভুগছে। প্রতি বছর নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। আক্রান্ত রোগীকে সপ্তাহে ৩-৪ ঘণ্টা হেমোডায়ালিসিসের মাধ্যমে সুস্থ রাখা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন কমপক্ষে সাড়ে আট হাজার ডায়ালিসিস মেশিন। এর বিপরীতে দেশে মেশিন রয়েছে মাত্র ৬৫০টি। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজিতে (এনআইকেডিইউ) সর্বোচ্চ ১৫টি মেশিন কার্যকর রয়েছে। এসব মেশিনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দুই হাজার রোগীকে সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। বাকি রোগীদের সেবা নিতে হচ্ছে বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের মাধ্যমে। এতে রোগী যেমন চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি বাড়তি অর্থও ব্যয় করতে হচ্ছে তাদের। .....

সুন্দরবনে আগুন

৭ মে, ২০১৬, প্রথম আলো।

পুরোটাই সবুজ। যেন বঙ্গোপসাগর থেকে একটি সবুজ গালিচা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কাদামাটি ঢেকে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সাপের মতো আঁকাবাঁকা নদী, খাল আর খাঁড়ি। আকাশ থেকে সুন্দরবনের এই দৃশ্য যখন দেখা যাচ্ছিল, তখনই সবুজ বনে লালচে মরিচা রঙে চোখ আটকে গেল। সঙ্গে থাকা বন কর্মকর্তা বললেন, এটিই সুন্দরবনের আগুনে পোড়া এলাকা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন আর বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের নতুন ক্ষত।

গত এক মাসে সুন্দরবনের নাংলী বন ফাঁড়ির পাশে ভোলা নদীর তীরে বনভূমিতে আগুন দেওয়া হয়। এবারের আগুন সবার নজরে এলেও বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের হিসাবে, পূর্ব সুন্দরবনের এই এলাকায় গত দুই বছরে ১৪ বার আগুন দেওয়া হয়েছে। আর গত এক মাসে আগুন লাগানো হয়েছে চারবার। সুন্দরবনের সংরক্ষিত এই এলাকায় কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ।

বন বিভাগের হিসাবে, গত এক মাসে আগুনে পুড়েছে প্রায় ১৩ একর বনভূমি। তবে স্থানীয় ব্যক্তিদের মতে, পুড়েছে ২০ থেকে ২৫ একর। এই আগুন দেওয়ার কারণ অনুসন্ধানে বন বিভাগ এবং শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুন্দরবনের এই অংশে বর্ষায় মাছ ধরার জন্য আগুন দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বর্ষায় জলাশয়ে রূপ নেওয়া ওই এলাকায় মাছ আটকাতে বনে আগুন দেওয়া হয়।

আগুন দেওয়ার ঘটনায় ১০ জনের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা করেছে বন বিভাগ। প্রধান আসামি করা হয়েছে শরণখোলার রায়েন্দা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শাহজাহান হাওলাদারকে। তাঁকে এলাকাবাসী শাহজাহান শিকারি নামেই চেনে। সুন্দরবনের বাঘ, হরিণ, পাখি, সাপসহ নানা বন্য প্রাণী শিকারে সিদ্ধহস্ত হওয়ায় এলাকাবাসী তাঁকে এ নামে ডাকে।

সুন্দরবনের এই অংশে আগুন দেওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল সুন্দরবনের প্রায় ৫০০ একর এলাকাকে মাছের ঘের বানানোর পরিকল্পনার কথা। বনের বৃক্ষরাজি উজাড় করে তা মাছের ঘেরে পরিণত করার এই তৎপরতা চলছে ১৪ বছর ধরে। ...

চুনতি অভয়ারণ্যে যুবলীগ 'নেতার' ঘরবাণিজ্য

৭ মে, ২০১৬, প্রথম আলো।

হাতি বিচরণের অন্যতম নিবিড় এলাকা চুনতি অভয়ারণ্যের প্রায় পাঁচ একর জায়গা দখলদারদের কবলে চলে গেছে। গত পাঁচ বছরে সেখানে গড়ে উঠেছে অবৈধ বসতি। অভয়ারণ্যের মধ্যে কয়েক শ ঘর তোলা হয়েছে। ছোট ছোট এসব ঘর বিক্রি করা হয়েছে রোহিঙ্গাদের কাছে। অবৈধ এসব ঘর উচ্ছেদ করতে গিয়ে গত দুই বছরে বেশ কয়েকবার হামলার শিকার হয়েছেন বন বিভাগের কর্মকর্তারা।

অভিযোগ উঠেছে, কক্সবাজারের চকরিয়ার হারবাং ইউনিয়নের যুবলীগের 'নেতা' তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে অভয়ারণ্যের জায়গা দখল, রোহিঙ্গা বসতি স্থাপন এবং গাছ কাটা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে গত পাঁচ বছরে বন বিভাগ বন আইনে ৬১টি মামলা করেছে। অভয়ারণ্যের চকরিয়া অংশের কলাতলী এলাকায় (আজিজনগর বিটের আওতাধীন) তাঁর নামে গড়ে তোলা হয়েছে 'তোফায়েল পাড়া'। সেখানে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি তিন শতাধিক অবৈধ ঘর তুলেছেন বলে জানান বন কর্মকর্তারা। এর মধ্যে ৫০টি ঘর একাই তুলেছেন তোফায়েল। প্রতিটি ঘর তিনি ১ থেকে ২ লাখ টাকায় বিক্রি করেন। তাঁর কাছ থেকে ঘর কেনার কথা স্বীকার করেছেন কয়েকজন রোহিঙ্গা। ....

পানামা পেপার্স ফাঁসকারী আইসিআইজের তথ্য ভাণ্ডারে অর্ধ শতাধিক বাংলাদেশির নাম

১০ মে, ২০১৬, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

বহুল আলোচিত পানামা পেপার্স ফাঁসকারী আইসিআইজের তালিকায় এসেছে অর্ধ শতাধিক বাংলাদেশির নাম, যাদের মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা কাজী জাফরউল্ল্যাহ ও নীলুফার জাফরউল্ল্যাহও রয়েছেন।

দি ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট (আইসিআইজে) বিশ্বের ২১টি অঞ্চলের তিন লাখের বেশি অফশোর কোম্পানির তথ্যের একটি ডেটা বেইস প্রকাশ করেছে। যাদের নাম এসেছে, তারা আইন ভেঙে সম্পদ গড়েছেন- এমনটা বলছে না আইসিআইজে। তবে অর্থ পাচার করতে কিংবা কর ফাঁকি দিতে আইনের ফাঁক-ফোঁকর খুঁজেছেন এদের অনেকেই। পানামার ল'ফার্ম মোস্যাক ফনসেকার বিপুল সংখ্যক নথি গত মাসে ফাঁসের পর বিশ্বজুড়ে তা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। এতে অনেক রাষ্ট্রনেতারও অফশোর কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ পাচারের চিত্র প্রকাশ পায়।

যে কোম্পানিগুলোর নাম এসেছে, সেগুলোর ২ লাখ ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কোনো না কোনো সময় মোস্যাক ফনসেকার গ্রাহক ছিলেন। বাকি ১ লাখের বেশি কোম্পানি ফনসেকার মতোই সেবাদাতা অন্য দুটি প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক।

ফতুল্লায় মোল্লা সল্টের সেপটিক ট্যাংকে নেমে তিন শ্রমিকের মৃত্যু

১০ মে, ২০১৬, ইত্তেফাক

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় সোমবার দুপুরে মোল্লা সুপার সল্ট কারখানায় সেপটিক ট্যাংক পরিস্কার করতে গিয়ে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরো ৫ জন শ্রমিক। নিহতদের নাম সাহাবুদ্দিন (৪০), আলমাছ তালুকদার (৩০) ও ইব্রাহিম মিয়া (৩৫)। ফতুল্লার এনায়েতনগরের ধর্মগঞ্জের মাওলাবাজার এলাকায় অবস্থিত মোল্লা সুপার সল্টের মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান মাসুম আহমেদ জানান, সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে সেপটিক ট্যাংক পরিস্কার করতে নামে ৮ জন শ্রমিক। দুপুর দেড়টার দিকে বিষক্রিয়ায় তারা সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে উদ্ধার করে ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসক সাহাবুদ্দিন ও আলমাছকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকী ৬ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়। অসুস্থ শ্রমিকরা হলেন জাবেদ, জাহিদ, জাহাঙ্গীর, মাসুদ ও তৈয়ব।

শীর্ষ খেলাপিদের কাছে জিম্মি চার ব্যাংক

১০ মে, ২০১৬, প্রথম আলো

শীর্ষ খেলাপিদের কাছে আটকা পড়ছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংক। ঋণের অর্থও আদায় হচ্ছে না, আবার অর্থ আদায়ে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থাও নিতে দেখা যাচ্ছে না।

পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় এসব খেলাপি গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের আশা নেই বললেই চলে। চার ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, শীর্ষ ১০ খেলাপির কাছে চার ব্যাংকের পাওনা ৫ হাজার ৮৬৭ কোটি টাকা। .....

সোনালী ব্যাংক: সোনালী ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ডিসেম্বর শেষে

সোনালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণগ্রহীতার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে হল-মার্ক গ্রুপ। গ্রুপটির একটি অংশের কাছে খেলাপি ৪৯৩ কোটি টাকা। এ ছাড়া হল-মার্কসংশ্লিষ্ট টি অ্যান্ড ব্রাদার্সের কাছে খেলাপি ৪৭৯ কোটি টাকা। এরপরই রয়েছে হারুনুর রশিদ খানের মুন্নু ফেব্রিকস। প্রতিষ্ঠানটির কাছে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ২৩৪ কোটি টাকা। অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজের কাছে খেলাপি ২১৫ কোটি টাকা। বেক্সিমকো গ্রুপের কিনে নেওয়া জিএমজি এয়ারলাইনসের কাছে ব্যাংকের খেলাপি ১৬৫ কোটি টাকা।

এ ছাড়া লীনা পেপার মিলসের কাছে বকেয়া ১৩৮ কোটি টাকা, এপেক্স ওয়েভিং অ্যান্ড ফিনিশিংয়ের কাছে ১২৮ কোটি, রহিমা ফুড করপোরেশনের কাছে ১০৬ কোটি, মাগুরা পেপার মিলের কাছে ১০৫ কোটি ও সোনালী জুট মিলের কাছে ৯২ কোটি টাকা।

অগ্রণী ব্যাংক: সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো অগ্রণী ব্যাংকের নথিপত্র থেকে জানা গেছে, ব্যাংকটির শীর্ষ খেলাপি মাররীন ভেজিটেবলের কাছে পাওনা ৪৪৬ কোটি টাকা। এ ছাড়া ইলিয়াস ব্রাদার্সের কাছে খেলাপি ৩৭৪ কোটি টাকা, খালেক অ্যান্ড সন্সের কাছে ৩৬৩ কোটি, সিদ্দিক ট্রেডার্সের কাছে ২৫০ কোটি ও ম্যাকশিপ বিল্ডার্সের কাছে পাওনা ১৭১ কোটি টাকা। এ ছাড়া মুন বাংলাদেশ লিমিটেডের কাছে খেলাপি ১৩১ কোটি টাকা, নুরজাহান গ্রুপের জাসমীর ভেজিটেবল ওয়েলের খেলাপি ১৩৮ কোটি, চিটাগাং ইস্পাতের কাছে ১৩০ কোটি, মুহিব স্টিল অ্যান্ড শিপের খেলাপি ১৬১ কোটি টাকা ও সরদার অ্যাপারেলসের কাছে ব্যাংকটির পাওনা খেলাপি ঋণ ১১০ কোটি টাকা। .....

জনতা ব্যাংক: ব্যাংকটি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের হিসাবে এমবিএ গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল ব্যাংকটির শীর্ষ ঋণখেলাপি। প্রতিষ্ঠানটির কাছে জনতা ব্যাংকের পাওনা ১৬৯ কোটি টাকা। আরেক প্রতিষ্ঠান ট্রাউজার ওয়ার্ল্ডের কাছে পাওনা ৯৩ কোটি টাকা। এ ছাড়া আফিল জুট মিলের কাছে ৮৯ কোটি টাকা, রেফকো ফার্মাসিউটিক্যালের কাছে ৮৮ কোটি, ড্রেজ বাংলার কাছে ৮৫ কোটি, টেক্সটাইল ভাটুর্সোর কাছে ৬১ কোটি, ব্রডওয়ে স্পিনিংয়ের কাছে ৫২ কোটি, সিক্স স্টার করপোরেশনের কাছে ৪৭ কোটি, বনলতা গার্মেন্টসের কাছে ৩৮ কোটি ও আল-হেলাল স্পেশালাইজড হাসপাতালের কাছে জনতা ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৩৬ কোটি টাকা।

রূপালী ব্যাংক: টাটকা ব্র্যান্ডের খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী মেসার্স এএইচজেড এগ্রোর কাছে রূপালী ব্যাংকের খেলাপি ১৬৮ কোটি টাকা। চেক ছাপা প্রতিষ্ঠান জাপান-বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং পেপারস লিমিটেডের কাছে বকেয়া ১০৯ কোটি টাকা। মেসার্স মাহাবুব রোটস লিমিটেডের কাছে বকেয়া ৭৩ কোটি টাকা, জে এন্ড জে ইন্টারন্যাশনালের কাছে ৬৬ কোটি, নিট খালি লিমিটেডের কাছে ৫১ কোটি টাকা। এ ছাড়া এসডি প্রিন্টিং এমব্রয়ডারি লিমিটেডের কাছে খেলাপি ৪৯ কোটি টাকা, প্রায়োগিক সি ফুড এক্সপোর্ট লিমিটেডের কাছে ৪৯ কোটি, বাগদাদ ট্রেডিং করপোরেশনের কাছে ৪৬ কোটি, ইসলাম খান জুট মিলের কাছে ৩৩ কোটি ও আক্তার ফার্টিলাইজারের খেলাপি ঋণ ৩২ কোটি টাকা।

মনোনয়নে টাকা লাগে ভোট করতে নয়

১২ মে, ২০১৬, প্রথম আলো

নৌকা মার্কা পেলেই বিজয় নিশ্চিত। আর এই নিশ্চিত বিজয় অর্জনের জন্য যত টাকাই লাগুক, খরচ করতে হবে। এটাই এবারের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে সরকারি দল আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মনোভাব। এ জন্য মনোনয়ন পেতে প্রার্থীরা লাখ লাখ টাকা খরচ করেছেন। আর যেকোনো মূল্যে জয়ী হতে হবেই ভাবনা থেকেই প্রাণহানি, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর, রাস্তা অবরোধ, বহিষ্কার, পাল্টা বহিষ্কারের মতো ঘটনা ঘটছে।

তিন স্তরে বাণিজ্য: আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, মনোনয়ন নিয়ে তিন স্তরে বাণিজ্য হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককে খুশি করেন। কারণ, তৃণমূলের ছয়জনের সই করা প্রার্থী তালিকা কেন্দ্রে পাঠানোর নিয়ম। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, এই স্তরে এলাকা ও ব্যক্তিভেদে ৬ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়েছে। এর পরের স্তরে স্থানীয় সাংসদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের খুশি করতে হয়েছে। দুজন সাংসদ বলেন, অনেক জেলায় সাংসদেরা দলের উপজেলা বা জেলা স্তরের নেতৃত্বে আছেন। সেখানে তাঁরাই সর্বেসর্বা।

এর বাইরে আরেকটা বাণিজ্য হয়েছে 'সুষ্ঠু ভোট' করে দেওয়ার নাম করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আওয়ামী লীগের এক বিদ্রোহী প্রার্থী, যিনি ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম পর্বের ভোটে জয়ী হন। তিনি বলেন, মনোনয়ন পাওয়ার জন্য প্রথমে দলের নেতাদের পেছনে ২০ লাখ টাকা খরচ করেন তিনি। স্থানীয় সাংসদের সমর্থন না পাওয়ায় কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ডে তাঁর নাম যায়নি। পরে বিদ্রোহী হিসেবে দাঁড়িয়ে সাংসদের আশীর্বাদ চাইতে গিয়ে ১০ লাখ টাকায় সুষ্ঠু ভোটের আশ্বাস আদায় করেন। ... ...

বাংলাদেশি স্কুল ছাত্রকে গুলি করে মারল বিএসএফ

১৫ মে, ২০১৬, প্রথম আলো

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার নতুনপাড়া সীমান্তে গতকাল শনিবার ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে শিহাব উদ্দিন সজল (১৭) নামের বাংলাদেশি এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। বিএসএফের নির্যাতনে আহত হয়েছে আরও তিন স্কুলছাত্র। শিহাব উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া গ্রামের মাহাবুল হালসানার ছেলে। .....

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে ওই চার স্কুলছাত্র শ্রমিক হিসেবে নতুনপাড়া সীমান্তের ৬৬ নম্বর আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের কাছে এনামুল হক নামের এক ব্যক্তির বাগানে আম পাড়তে যায়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিএসএফের টুঙ্গি ক্যাম্পের সদস্যরা ওই বাগানে ঢুকে চারজনকেই গাছ থেকে জোর করে নিচে নামান। এরপর তাদের বেধড়ক পেটানো হয়। একপর্যায়ে ওই স্কুলছাত্ররা দৌড়ে পালাতে গেলে খুব কাছ থেকে বিএসএফ সদস্যরা গুলি চালান। ....

দেশে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত বেকার অর্ধকোটি

২২ মে, ২০১৬, বাংলাট্রিবিউন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিদ্যা বিভাগ থেকে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণি পাওয়া গোলাম কিবরিয়া চাকরি খুঁজছেন ২০০৮ থেকে। কিন্তু আজও তিনি চাকরি পাননি। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে লিখিত সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ঘুষের টাকা না থাকায় আজও তিনি বেকার। পরীক্ষা আর ভাইভা দিতে দিতে এখন তার চোখে-মুখে চরম হতাশা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করা মাসুদ রানা বাবুও চাকরি না পেয়ে ৩ বছর পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কেবল গোলাম কিবরিয়া বা মাসুদ রানা বাবুই নয়, তাদের মতো সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা শেষ করে বেকারত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রায় অর্ধকোটি শিক্ষিত বেকার।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারপ্রেস নেটওয়ার্ক, আইপিএনের এক গবেষণায় বলা হয়েছে,প্রতিবছর প্রায় ২৭ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসে। কিন্তু সরকারি বা বেসরকারিভাবে কাজ পায় মাত্র ২ লাখ মানুষ। ফলে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক মানুষ বেকার থাকছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ-২০১৫ অনুযায়ী, গেল দুই বছরে মাত্র ৬ লাখ নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থাৎ বছরে গড়ে মাত্র ৩ লাখ মানুষ চাকরি বা কাজ পেয়েছেন। এর ফলে প্রতি বছর বেকার হচ্ছে প্রায় ২৪ লাখ মানুষ। সেই হিসাবে দুই বছরে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ৪৮ লাখ।

ব্রিটিশ সাময়িকী ইকোনমিস্ট-এর ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতকই বেকার।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (আইএলও) 'বিশ্ব কর্মসংস্থান ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি-২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৪ সালে বাংলাদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির হার ৪.৩৩ শতাংশ। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৬ সাল শেষে মোট বেকার দ্বিগুণ হবে। সংস্থাটির মতে, বেকারত্ব বাড়ছে এমন ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ১২তম।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) তথ্য মতে, দেশে বেকার যুবকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সংস্থাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়,১৯৯০ থেকে ৯৫ সালে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী বেকার যুবকের সংখ্যা ছিল ২৯ লাখ। কিন্তু ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে তা প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় এক কোটি ৩২ লাখে দাঁড়ায়।

তেঁতুলিয়ায় বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত

২৩ মে, ২০১৬, সমকাল অনলাইন

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক মারা গেছেন।

সোমবার বিকেলে উপজেলার সারিয়ালজোত সীমান্তে নিহত মো. সুজন একই এলাকার সানা উল্লাহ ওরফে সানুর ছেলে। পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের

অধিনায়ক লে. কর্নেল আল হাকিম মো. নওশাদ এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও বিজিবি সূত্র জানায়, সোমবার বিকাল ৪টার দিকে মো. সুজন ওই সীমান্তের ৪৩৮ মেইন পিলার এলাকায় ঘাস কাটছিলেন। এ সময় ভারতের লিচুগাছ বিএসএফ ক্যাম্পের টহলরত সদস্যরা তাকে গুলি করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্থানীয় দেলোয়ার নামে এক ব্যক্তি আহতাবস্থায় সুজনকে তেতুলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ-ভারত পরমাণু চুক্তি হচ্ছে

১৬ মে, ২০১৬, বণিক বার্তা

বাংলাদেশের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি চূড়ান্ত করেছে ভারত। প্রতিবেশী দেশ দুটির দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক যে 'বিশেষ' কিছু হয়ে উঠছে, এটা তারই ইঙ্গিত। এ চুক্তির কেন্দ্রে রয়েছে জ্বালানি, যোগাযোগ ও নিরাপত্তা; যার সবই একুশ শতকের ইস্যু। দুই দেশের মধ্যকার এ চুক্তি নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া গতকাল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরমাণু চুক্তিতে তিনটি দলিল রয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিষয়ক মন্ত্রণালয় গত কয়েক মাস এ নিয়ে আলোচনা করেছে। তবে দুই দেশের সম্পর্কের যে বিরাট মঞ্চ, পরমাণু সহযোগিতা চুক্তিটি তার চিত্রমাত্র। চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভারতের শীর্ষস্থানীয় একটি সূত্র বলেছে, 'আমরা রাজনৈতিকভাবে জোটবদ্ধ, নিরাপত্তার প্রশ্নে সংবেদনশীল ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অংশীদার।'

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন বলছে, ভারতের সঙ্গে পরমাণু চুক্তিটি বাংলাদেশকে রাশিয়া থেকে পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্র আমদানির সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা জোগাবে। বাংলাদেশের জন্য বড় চুক্তি এটি। ভারতের জন্যও অনেকটা নতুন ধরনের চুক্তি। মূলত সব প্রকল্প একবার চালু হতে পারলে বাংলাদেশ এক দশকেই মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পথে অনেক এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পারমাণবিক চুক্তির খসড়া গত ৭ মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন হয়। বৈঠক শেষে সে সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সাংবাদিকদের জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে পারমাণবিক জ্বালানির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার-সম্পর্কিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে চুক্তির খসড়া অনুমোদন হয়েছে। রাশিয়া সরকারের সহযোগিতায় পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'কারিগরি জ্ঞানের' প্রয়োজন এবং বাংলাদেশ বর্তমানে রাশিয়ার কাছ থেকে তা পাচ্ছে। রাশিয়ার সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ভারতও শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করছে, যা উৎসাহব্যঞ্জক। তাই ভারত সরকার পারমাণবিক প্রযুক্তি সম্পর্কে বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দিতে চায়। বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞরা যাতে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে।

এর আগে গত জানুয়ারিতে চুক্তির খসড়া পাঠায় ভারত সরকার। "এগ্রিমেন্ট বিটুইন দ্য গভর্নমেন্ট অব দ্য রিপাবলিক অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল'স রিপাবলিক অব বাংলাদেশ অন কো-অপারেশন ইন দ্য পিসফুল ইউজেস অব নিউক্লিয়ার এনার্জি" শিরোনামে ভারত সরকারের পাঠানো খসড়ায় ৪০ বছর মেয়াদে চুক্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে পরে চুক্তির মেয়াদ আরো বাড়ানোর সুযোগ রেখে বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে ১০ বছর মেয়াদে এ চুক্তির প্রস্তাব করে। চুক্তির খসড়ায় মোট ১৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। ....

রংপুর চিনিকল: প্রতারণায় ফুঁসছে গাইবান্ধার মানুষ

১৭ মে, ২০১৬, বণিক বার্তা

রংপুর চিনিকলে আখের খামার তৈরির জন্য পাকিস্তান আমলে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে অধিগ্রহণ করা হয় ১ হাজার ৮৪২ একর কৃষিজমি। অধিগ্রহণের সময় শর্ত ছিল, আখ চাষ না হলে ওই জমি কৃষকদের কাছে ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করে স্থানীয় প্রভাবশালীদের কাছে প্রায় দেড় হাজার একর জমি ইজারা দিয়েছে মিল কর্তৃপক্ষ, যেখানে আখের পরিবর্তে চাষ হচ্ছে অন্য ফসল। এ অবস্থায় জমি ফেরত পেতে আন্দোলনে নেমেছেন গোবিন্দগঞ্জের ভূমিহীন কৃষকরা।

সরেজমিন গোবিন্দগঞ্জের সাহেবগঞ্জ আখ খামারে গিয়ে দেখা গেছে, খামারের জন্য অধিগ্রহণকৃত ১ হাজার ৮৪২ একর জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশে আখ রোপণ করা হয়েছে এ বছর। বাকি জমি ইজারা নিয়ে সেখানে ধান, সবজি ও তামাক আবাদ করছেন স্থানীয় প্রভাবশালীরা। আবার চিনিকল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইজারা নেয়া জমি ভূমিহীন কৃষকদের কাছে পুনরায় ইজারা দিচ্ছেন কেউ কেউ। এছাড়া অধিগ্রহণকৃত জমিতে বিশাল আকৃতির ছয়টি পুকুর খনন করে মাটি বিক্রি করে দেয়ার দৃশ্যও দেখা গেছে। এক্ষেত্রে সরকারের লিখিত আদেশ প্রয়োজন হলেও তা নেয়া হয়নি। বিষয়টিকে মিল কর্তৃপক্ষের প্রতারণা দাবি করে ক্ষোভে ফুঁসছেন গাইবান্ধার ভূমিহীন কৃষকরা।

নিজেদের হারানো জমিতে আখ চাষ না করে প্রভাবশালীদের মাধ্যমে অন্য ফসল উৎপাদন করায় চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হয়েছে দাবি করে ওই জমি ফেরত পেতে আন্দোলনে নেমেছেন ভূমিহীন বাঙালি, সাঁওতাল, মান্দি, গারো, মালপাহাড়ি, ভুজপুরী, ভূমিজ, মুচি, মেথর, তাঁতিসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। এ দাবিতে দুই বছর ধরে প্রতি শনিবার তীর, ধনুক, কাঁচি ও দা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আসছেন তারা। .....

জানা গেছে, আখের খামার তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালের ৭ জুলাই পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ওই চুক্তিপত্রের ৪ নং শর্তে বলা হয়, যে উদ্দেশ্যে এ জমি দখল করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কোনো কাজে এ সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে না। চুক্তির ৬ নং শর্তে বলা হয়েছে, এ জমি অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইলে সরকারের লিখিত আদেশ লাগবে। আর ৫ নং শর্তে বলা হয়েছে, যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার হলে প্রাদেশিক সরকারের কাছে ওই জমি হস্তান্তর করবে করপোরেশন, যাতে সরকার জমি মুক্ত করে ফেরত দিতে পারে।

চুক্তির এসব শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় জমি ফেরত চেয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেন স্থানীয় ভূমিহীন কৃষকরা। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেয় জেলা প্রশাসন।

এদিকে ২০১৫ সালের ২১ জুন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ওই তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, রংপুর সুগার মিল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, আবেদনকারীর বক্তব্য ও দলিল-কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। রংপুর সুগার মিল কর্তৃপক্ষ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজারা কার্যক্রম পরিচালনা এবং আখ ও অন্যান্য ফসল আবাদ করে আসছে। তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য ২০১৫ সালের ৩০ মার্চ সরেজমিন সাহেবগঞ্জ গিয়ে আখ চাষের জমিতে ধান, তামাক ও মিষ্টি কুমড়ার আবাদ দেখতে পান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)। .....

শ্রীলংকায় ভারতীয় কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল; এলএনজি ভিত্তিক বিকল্প প্রস্তাব

১৮ মে, ২০১৬, রয়টার্স

পূর্বাঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ন বন্দর নগর ত্রিঙ্কোমালিতে ৫০০ মেগাওয়াটের একটি ভারতীয় কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ পরিকল্পনা থেকে সরে আসা এবং বিকল্প হিসেবে এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব দেয়ার কথা জানিয়েছেন গত মঙ্গলবার শ্রীলংকার একজন কেবিনেট মন্ত্রী।

শ্রীলংকার জ্বালানি মন্ত্রী চান্দিমা ভীরাক্কোরি বলেছেন, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মৈথ্রিপালা সিরিসেনা তার সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময়ে গত শনিবার(১৪ মে), ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে এক সাক্ষাতে এক কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সচিব বিএমএস বাটাগোড়া বলেন, ত্রিঙ্কোমালির নিকটস্থ সামপুর গ্রামবাসীর প্রস্তাবিত ভারতীয় কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ১০ বছরেরও দীর্ঘ প্রতিপাদের পরে এই এলএনজি'র বিকল্প প্রস্তাবটি দেয়া হলো। ত্রিঙ্কোমালিতে ভারত ইতোমধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম হাব গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো ২০০৬ সালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি হওয়ার পর থেকেই ভূমি থেকে উচ্ছেদ ও সম্ভাব্য দূষণের আশংকার কারণে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধীতা করে আসছিলেন।

৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি ২০১১ সালে চূড়ান্ত করা হয়। তখন শ্রীলংকার রাষ্ট্রীয় সিলন ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড(সিইবি) এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশান (এনটিপিসি)লিমিটেড এর মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কোন ভারতীয় কোম্পানিকে অংশীদার করা হবে এ বিষয়টি এখনও জানা যায়নি।

'দুই দিনের বজ্রপাতে নিহত ৮১'

১৭ মে, ২০১৬, ইত্তেফাক

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতে সারাদেশে মোট ৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গত ১২

ও ১৩ মে দেশের ২৬ জেলায় বজ্রপাতে মৃত্যুর এই ঘটনা ঘটে। ওই সময় নৌকাডুবির আরেকটি ঘটনায় আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়।

খেলাপি ঋণ: ১ লাখ কোটি টাকা

১৮ মে, ২০১৬, প্রথম আলো

বাংলাদেশে ব্যাংক খাতের প্রকৃত খেলাপি ঋণ ১ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। অবলোপন করা ঋণ ও নিয়মিত খেলাপি ঋণ মিলিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো প্রকৃত খেলাপির পরিমাণ লাখ কোটি টাকা ছাড়াল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত মার্চ পর্যন্ত খেলাপি হয়ে পড়েছে ৫৯ হাজার ৪১১ কোটি টাকা। শুধু জানুয়ারি-মার্চ সময়েই ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি। আর খেলাপি হওয়ার পর আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় এখন পর্যন্ত ৪১ হাজার ২৩৭ কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, গত মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ ৫৯ হাজার ৪১১ কোটি টাকা। এ সময় পর্যন্ত ব্যাংকগুলো অবলোপন করেছে ৪১ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬৪৮ কোটি টাকা। সরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোও খেলাপি ও অবলোপনে রয়েছে একই কাতারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংক খাতে গত মার্চ পর্যন্ত বিতরণ করা মোট ঋণের পরিমাণ ৫ লাখ ৯৮ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ ঋণ খেলাপি হয়ে গেছে। অবলোপন হওয়া ঋণকে হিসাবে ধরলে এর হার আরও বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসাব, প্রকাশনার তথ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণের যে তথ্য দেওয়া হয়, তাতে শুধু নিয়মিত খেলাপি ঋণকেই খেলাপি হিসেবে দেখানো হয়। অবলোপন করা ঋণকে আড়ালেই রাখা হয় সব সময়। মন্দ মানে শ্রেণীকৃত পুরোনো খেলাপি ঋণ ব্যাংকের স্থিতিপত্র (ব্যালান্স শিট) থেকে বাদ দেওয়াকে 'ঋণ অবলোপন' বলা হয়। আর ঋণ দেওয়ার পর আদায় না হলে তা খেলাপি হয়ে পড়ে। যার বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখতে হয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। আর ওই সময় পর্যন্ত অবলোপন করা ঋণ ছিল আরও ১৫ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে প্রকৃত খেলাপি ছিল ৩৮ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। এই হিসাবে গত প্রায় ৮ বছরে প্রকৃত খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৬২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার প্রায় ১৬৪ শতাংশ। এর বাইরে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আরও ১৫ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই সুবিধা পেয়েছে মূলত বড় খেলাপিরা। ....

বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের আয়ের উৎস কৃষি

১৮ মে, ২০১৬, প্রথম আলো

বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের আয়ের উৎস হলো কৃষি। গতকাল বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি গতিশক্তি-টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন' প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। কৃষি খাতের আয়ের প্রভাব অন্য খাতে কীভাবে পড়ে, সে বিষয়ে বলা হয়েছে, কৃষি খাতে ১০ শতাংশ আয় বাড়লে অকৃষি খাতে আয় বাড়ে ৬ শতাংশ। ...

বাংলাদেশে কৃষি খাতের পাশাপাশি অকৃষি খাতেও কর্মসংস্থান বাড়ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০০ সালে কৃষি খাতে ১ কোটি ৮৭ লাখ লোক কাজ করতেন। ২০১০ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ২৭ লাখ। ১০ বছরের ব্যবধানে এ খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে ২১ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় অকৃষি খাতে ১০ বছরে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৬৩ শতাংশের বেশি। ২০১০ সালে এ খাতে ১ কোটি ৮৯ লাখ লোক কাজ করতেন। এর ১০ বছর আগে করতেন ১ কোটি ১৬ লাখ লোক।

এক দশকের ব্যবধানে কৃষি খাত থেকে গ্রামীণ পরিবারগুলোর আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১০ সালে ৯১ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা আয় করেছে গ্রামীণ পরিবারগুলো, যা ২০০০ সালে দাঁড়ায় ৬১ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানে এখনো কৃষিই প্রধান খাত। ২০১৩ সালের হিসাবে, গ্রাম এলাকায় যত কর্মসংস্থান হয়েছে, তাতে ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ কৃষি থেকে, ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ ব্যবসা খাতে হয়েছে। এ ছাড়া উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সেবায় ১২ শতাংশ, কৃষিশ্রমে ৯ দশমিক ২ শতাংশ, নিম্ন দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমে ৮ শতাংশ, পরিবহনে সাড়ে ৬ শতাংশ এবং কৃষি খাতের শ্রমে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ কর্মসংস্থান হয়েছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন: এ বছর ৪৪টি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তিনটি প্রমাণিত

১৯ মে, ২০১৬, প্রথম আলো

২০১৬ সালে এ পর্যন্ত শান্তিরক্ষা মিশনের সদস্যদের বিরুদ্ধে ৪৪টি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ পেয়েছে জাতিসংঘ। এর মধ্যে এক বাংলাদেশিসহ তিন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিশ্ব সংস্থাটি।

জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিচ জানিয়েছেন, ৪৪টি অভিযোগের ৩৫টিই এসেছে সেনাসদস্যদের বিরুদ্ধে। আফ্রিকার দেশ সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের শান্তিরক্ষা মিশনেই ২৯টি যৌন নিপীড়নের ঘটনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া কঙ্গোয় সাতটি, হাইতিতে দুটি এবং দক্ষিণ সুদান, আইভরি কোস্ট ও মালিতে একটি করে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে ৪০টি অভিযোগই অপ্রাপ্তবয়স্কদের ওপর নিপীড়নের।

মুখপাত্র দুজারিচ জানান, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে অভিযুক্ত শান্তিরক্ষী বাহিনীর বাংলাদেশি সদস্যের বিরুদ্ধে ঢাকায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সাপেক্ষে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই দেশে অভিযুক্ত মিসরীয় সদস্যকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির সামরিক আদালত। ৪১টি অভিযোগ তদন্তাধীন।

পুলিশ হেফাজতে যুবকের মৃত্যু : টাকা না দেওয়ায় পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

১৯ মে, ২০১৬, বাংলা ট্রিবিউন

নরসিংদীতে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের হেফাজতে দ্বীন ইসলাম (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটে। দ্বীন ইসলাম শহরের ভেলানগর মহল্লার (আজিজ বোর্ডিং) মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে। পুলিশের দাবি গ্রেফতার এড়াতে পালানোর সময় গণপিটুনিতে আহত হওয়ার পর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে তার মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে নিহতের পরিবারের অভিযোগ সকালে তাকে ঘুম থেকে তুলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। পরে পুলিশের দাবি অনুযায়ী ৫ লাখ টাকা দিতে না পারায় তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত দ্বীন ইসলামের মা সাবিয়া বেগম জানান, বৃহস্পতিবার ভোর ৫টায় দ্বীন ইসলামকে শহরের পূর্ব ভেলানগর মহল্লার নিজ বাসা থেকে কোনও কারণ ছাড়াই ধরে নিয়ে যায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল। এসময় তারা পরিবারের সদস্যদের কাছে ৫ লাখ টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে দ্বীন ইসলামকে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয় পুলিশ সদস্যরা। পরে পরিবারের সদস্যরা দ্বীন ইসলামের সঙ্গে গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে গেলে তাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তারা দিনভর দেখা করার চেষ্টা করলেও পুলিশ দেখা করতে দেয়নি, এমনকি তাকে কোথায় রাখা হয়েছে সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া হয়নি।

রোয়ানুর আঘাত: ১৫ জেলায় ১ লাখ ১০ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত

২৪ মে, ২০১৬, প্রথম আলো

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে উপকূলীয় ১৫টি জেলায় ১ লাখ ১০ হাজার ৬৮৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আংশিক ও পুরোপুরি মিলিয়ে প্রায় ৮০ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মারা গেছে অন্তত ২৪ জন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের করা ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব থেকে পাওয়া গেছে এসব তথ্য।

সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে চট্টগ্রামের বাঁশখালী, ভোলার তজুমদ্দিন এবং কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকা। এসব জায়গায় অসংখ্য মানুষ খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। তিন দিন পরও ক্ষতিগ্রস্ত অনেক এলাকায় ত্রাণ পৌঁছায়নি। আহত ব্যক্তিরা পাচ্ছে না চিকিৎসাসেবা।

এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধ ভেঙে কিংবা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে প্লাবিত হয়েছে অনেক গ্রাম।

ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর দ্য কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্সের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, রোয়ানুর আঘাতে মোট ১০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৮০ হাজার বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) নির্মিত উপকূলীয় বেড়িবাঁধগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে বেড়িবাঁধের মোট ক্ষতির কোনো হিসাব এখনো সরকারিভাবে তৈরি হয়নি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকেও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির

হিসাব তৈরি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
১১ জেলা থেকে পাওয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রোয়ানুতে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২২ হাজার ১৫২টি বাড়িঘর এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩৬ হাজার ২৭৮টি।
ঢাকার বাইরের প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক, কার্যালয় ও প্রতিনিধিরা জানান:
ঘূর্ণিঝড়ে ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। তিন দিন পরও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাণ পৌঁছায়নি। আহত ব্যক্তিরা পাচ্ছে না চিকিৎসাসেবা। ...
চট্টগ্রামের বাঁশখালীর খানখানাবাদ ইউনিয়নে বেড়িবাঁধ না থাকায় প্রায় সব ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ও জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে গেছে। ইউনিয়নের সাড়ে ছয় হাজার ঘরের প্রায় সব কটিতে পানি ঢুকেছে। দুই থেকে আড়াই হাজার ঘর ঝোড়ো হাওয়া ও জলোচ্ছ্বাসে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গতকাল স্থানীয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী ত্রাণ বিতরণ করতে গেলে স্থানীয় ব্যক্তিরা মন্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন, তাঁরা ত্রাণ চান না, বেড়িবাঁধ চান। .....
কক্সবাজারের প্রায় ৬১ কিলোমিটার ভাঙা বেড়িবাঁধ দিয়ে জোয়ারের পানি ঢুকে জেলার পাঁচটি উপজেলার অন্তত ১০ হাজার ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়েছে। বিলীন হয়েছে এসব এলাকার অন্তত ২৫ হাজার ঘরবাড়ি। গৃহহীন লাখো মানুষ খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। সেখানে খাবার ও সুপেয় পানির তীব্র সংকট চলছে। ....
নোয়াখালীতে ঝড়ের আঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাতিয়া উপজেলা। সেখানে উপকূলীয় বেড়িবাঁধ ভেঙে গেছে এবং ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন সূত্র থেকে জানা যায়, জলোচ্ছ্বাসে প্রায় আড়াই হাজার পুকুর ও মাছের খামার ভেসে গেছে। ....
বরিশালের গৌরনদী, আগৈলঝাড়া ও উজিরপুর উপজেলায় পানবরজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তিন উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া ও উজিরপুর উপজেলার অধিকাংশ কৃষক পানচাষি। এ তিন উপজেলার ২ হাজার ৫৮৫ হেক্টর জমিতে পান চাষ করা হয়। জলোচ্ছ্বাস ও টানা বর্ষণে সেখানকার পাঁচ শ হেক্টর জমির পানবরজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরিবার আয়ের একমাত্র অবলম্বন হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ....

হঠাৎ অর্ধশতাধিক ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি
২০ মে, ২০১৬, বণিক বার্তা
রাজধানীর পুরান ঢাকার একজন পাইকারি ওষুধ ব্যবসায়ী কেন্দ্রীয় কারাগারে ২ লাখ ৯০ হাজারটি হাইসোমাইড (১০ মিলি) সরবরাহের ঠিকাদারি পান সম্প্রতি। দরপত্র অনুযায়ী প্রতিটি ট্যাবলেটের দাম ধরা হয় ৩ টাকা ৪৩ পয়সা। কিন্তু এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে হঠাৎ ওষুধটির দাম বেড়ে এখন বিক্রি হচ্ছে প্রতিটি ৬ টাকা ৯০ পয়সায়। এতে প্রায় ৯ লাখ টাকা মতো লোকসান গুনতে হবে ওই ব্যবসায়ীকে।
হঠাৎ ওষুধের মূল্যবৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছেন ভোক্তারাও। গত সপ্তাহেও ৯০
টাকায় ৩০টি মেটফরমিন ট্যাবলেট (৫০০ মিলি) কেনেন পুরান ঢাকার সূত্রাপুরের বাসিন্দা মহসিন আলী। গত বুধবার দোকানে গিয়ে দেখেন, এ ওষুধ ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। হঠাৎ করে ওষুধের এমন মূল্যবৃদ্ধিতে হতবাক হয়ে যান ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এ রোগী।
শুধু ডায়াবেটিস নয়; অ্যাজমা, গ্যাস্ট্রিক, অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্ট, মৃগীসহ বিভিন্ন রোগের প্রায় ৫০টি ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে সম্প্রতি। জাতীয় বাজেট ঘোষণার আগে হঠাৎ করে দেশের নামি-দামি প্রতিষ্ঠানগুলো ওষুধের দাম বাড়িয়ে দেয়ায় বিপাকে পড়েছে রোগী ও তাদের স্বজনরা। তবে ওষুধ কোম্পানিগুলো বলছে, কাঁচামাল, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম, সর্বোপরি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কারণে ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে।
এ বিষয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই মাহবুব বণিক বার্তাকে বলেন, গরমের সময় সাধারণত রোগব্যাধি বেড়ে যায়। এ সময় বেশি লাভের জন্য ওষুধের দাম বাড়িয়ে দেয় কোম্পানিগুলো। এটি রোধে আইন সংশোধন করতে হবে। এছাড়া নতুন ওষুধনীতি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিও জানান তিনি।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে দুই-একটি কোম্পানি বাজারে বহুল প্রচলিত কয়েকটি ওষুধের দাম বাড়ায়। পরে তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য কোম্পানি দাম বাড়াতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে এ কৌশলই অনুসরণ করে আসছে ওষুধ কোম্পানিগুলো।
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানের ওষুধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চার-পাঁচদিন আগে স্কয়ার কোম্পানির মক্সাক্লেভ ১ গ্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেটের (জেনেরিক অ্যামক্সিসিলিন+ ক্লেভলানিক অ্যাসিড) ১২টির দাম ছিল ৩৬০ টাকা। বর্তমানে তা ৫৪০ টাকা করা হয়েছে। একইভাবে মক্সাক্লেভ ৬২৫ মিলি ১৮টি ট্যাবলেটের দাম ৪৫০ থেকে বেড়ে ৫৭৬ টাকা, ফেক্সো ১২০ মিলি ৫০টি ট্যাবলেট ৩২৫ থেকে বেড়ে ৪০০ ও ফেক্সো ২৪০ মিলি ৩০টি ট্যাবলেট ১৮০ থেকে বেড়ে ২৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
এছাড়া নেবুলাইজারে ব্যবহৃত অপসোনিন কোম্পানির উইনডল প্লাস ১০টির দাম ১৫০ থেকে বেড়ে ২০০, মেট ৫০০ মিলি ৩০টি ট্যাবলেট ৯০ থেকে বেড়ে ১২০, হাইসোমাইড ১০ মিলি ১০০টি
ট্যাবলেট ৩৪৩ থেকে বেড়ে ৬৯০, একমি ল্যাবরেটরির কফরিড সিরাপ প্রতিটি ৫৫ থেকে বেড়ে ৬০, কেটিফেন ট্যাবলেট ৪৫ থেকে বেড়ে ৫০, লেপটিক ৫ মিলি ১০০টি ট্যাবলেট ৩০১ থেকে বেড়ে ৪০০, লেপটিক-২ ৫০টি ট্যাবলেট ২৫০ থেকে বেড়ে ৩০০, টপিয়াম ইনহেলার ১৫০ থেকে বেড়ে ২১০, সালফ্লু ১০০ মিলি ৩০টি ট্যাবলেট ১৪৩ থেকে বেড়ে ১৯০, সালফ্লু ২৫০ মিলি ৩০টি ট্যাবলেট ২৭২ থেকে বেড়ে ৩১৫, সালফ্লু ৫০০ মিলি ৩০টি ট্যাবলেট ৪৫৩ থেকে বেড়ে ৪৮০, প্রোটোসাইড ২০ মিলি ৫০টি ট্যাবলেট ২২০ থেকে বেড়ে ২৫০ ও প্রোটোসাইড ৪০ মিলি ৩০টি ট্যাবলেট ৩০০ থেকে বেড়ে ৩৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

জঙ্গি হামলা ও হত্যা বেড়েই চলেছে
২৪ মে, ২০১৬, প্রথম আলো
মাসওয়ারি হিসাবে গত দেড় বছরে দেশে জঙ্গি হামলা ও হত্যার হার বেড়েছে। গত বছরের প্রথম পাঁচ মাসে চারটি হামলায় ১১ জন নিহন হন। এ বছরের একই সময়ে হামলার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩। নিহত হয়েছেন ১৪ জন।
গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যার মধ্য দিয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনা দেশে-বিদেশে আলোচনায় আসে। তবে ওই বছরের জুন ও জুলাইদুই মাস হামলা ও হত্যার ঘটনায় বিরতি থাকলেও আগস্ট থেকে আবার শুরু হয়। বছরটির শেষ পাঁচ মাসে ২৫টি হামলায় নিহত হন মোট ১৯ জন। সেই হিসাবে গত বছরের আগস্ট থেকে চলতি মে মাস পর্যন্ত গড়ে চারটি করে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। কেবল গত মাসেই পাঁচটি হামলায় ছয়জন নিহত হন।
সব মিলিয়ে গত ১৬ মাসে ৪২টি হামলায় ৪৪ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৬টিতে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন আইএস (ইসলামিক স্টেট) এবং ৮টিতে আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশের (একিউআইএস) কথিত বাংলাদেশ শাখা আনসার আল ইসলাম দায় স্বীকার করেছে।....
জঙ্গি হামলাসংক্রান্ত মামলাগুলোর সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশের তৈরি একটি তালিকা ৩ মে আইজিপির সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া হয়। সে তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩৭টি ঘটনার মধ্যে ২৪টিতে হামলার শিকার হয়েছেন বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ গোষ্ঠীগত (শিয়া ও তরিকতপন্থী) ও ভিন্ন মতাবলম্বীরা। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ১৫টি জেলায় এসব হামলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি হামলায় ১৪ জনকে হত্যা, ৪টিতে হত্যাচেষ্টা এবং ৬টি হামলা হয়েছে ধর্মীয় উৎসব ও স্থাপনায়। এর বাইরে চলতি মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে তিনটি হামলা হয়েছে।
হামলার শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন হিন্দু পুরোহিত, সাধু, খ্রিষ্টান যাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বাহাই সম্প্রদায়ের নেতা, পীরের অনুসারী, মাজারের খাদেম, শিয়া অনুসারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্মান্তরিত ব্যক্তি, ব্লগার এবং সমকামীদের অধিকারকর্মী। এসব হামলার ঘটনার মধ্যে কেবল তিনটি মামলায় ঢাকায় ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান হত্যা, চট্টগ্রামে কথিত ল্যাংটা ফকির রহমত উল্লাহ ও তাঁর খাদেমকে হত্যা এবং আশুলিয়ায় ব্যাংক ডাকাতি ও আট হত্যার মামলার তদন্ত শেষ করে অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ।
বাকি মামলাগুলোর তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁরা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেননি, কবে নাগাদ তদন্ত শেষ হবে, কবেই বা অভিযোগপত্র দিতে পারবেন। ....

বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার-রিমান্ড: নীতিমালা করে দেবে আপিল বিভাগ
২৪ মে, ২০১৬, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
ফৌজদারি কার্যবিধির বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার (৫৪ ধারা) ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ধারা (১৬৭ ধারা) প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা দেওয়ার কথা জানিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।
প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বেঞ্চ মঙ্গলবার

এই রায় দেয়।
এর ফলে ৫৪ ধারা ও ১৬৭ ধারা নিয়ে হাই কোর্টের নির্দেশনা বহাল এবং তা মানায় সরকারের বাধ্যবাধকতা থাকছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।....
হাই কোর্টের নির্দেশনা
ক. আটকাদেশ (ডিটেনশন) দেওয়ার জন্য পুলিশ কাউকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করতে পারবে না।
খ. কাউকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ তার পরিচয়পত্র দেখাতে বাধ্য থাকবে।
গ. গ্রেপ্তারের তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে কারণ জানাতে হবে।
ঘ. বাসা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য স্থান থেকে গ্রেপ্তার ব্যক্তির নিকট আত্মীয়কে এক ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোন বা বিশেষ বার্তাবাহকের মাধ্যমে বিষয়টি জানাতে হবে।
ঙ. গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে তার পছন্দ অনুযায়ী আইনজীবী ও আত্মীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করতে দিতে হবে।
চ. গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে কারাগারের ভেতরে কাচের তৈরি বিশেষ কক্ষে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। ওই কক্ষের বাইরে তার আইনজীবী ও নিকট আত্মীয় থাকতে পারবেন।
ছ. জিজ্ঞাসাবাদের আগে ও পরে ওই ব্যক্তির ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হবে।
ট. পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল বোর্ড গঠন করবে। বোর্ড যদি বলে ওই ব্যক্তির ওপর নির্যাতন করা হয়েছে তাহলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট ব্যবস্থা নেবেন এবং তাকে দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারায় অভিযুক্ত করা হবে।
এসব নির্দেশনা ছয় মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছিল হাই কোর্টের সেই রায়ে।

বান্দরবানের থানচিতে তীব্র খাদ্য সংকট
২৬ মে ২০১৬, বিবিসি বাংলা
বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল বান্দরবানের থানচি উপজেলায় দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় 'তীব্র খাদ্য সংকট' চলছে বলে উল্লেখ করছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো। গত বেশ কিছুদিন ধরেই এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে বলে জানা যাচ্ছে। থানচি উপজেলার তিন্দু , রেমাক্রি, হৈয়ুকসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় এই খাদ্য সংকট চলছে বলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলছেন। বান্দরবানের থানচি উপজেলার চেয়ারম্যান ক্যহ্লা চিং মারমা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন এ বছর সে এলাকায় জুম চাষ সফল না হওয়ায় এই খাদ্য সংকট তৈরি হয়েছে। বান্দরবন জেলা প্রশাসন জানিয়েছে এই এলাকাগুলোতে প্রায় দশ হাজার লোকের বসবাস। সে এলাকায় ত্রিপুরা, খিয়াং, মুরং এবং মরমা উপজাতিদের বসবাস। এই এলাকার মানুষের জীবন সম্পূর্ণ জুমচাষের উপর নির্ভরশীল। উপজেলা চেয়ারম্যানের ভাষ্য অনুযায়ী, জুম চাষ সফল না হওয়ায় চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। তখন থেকেই সেখানকার মানুষ পাহাড়ি জঙ্গলের আলু খেয়ে তাদের খাদ্যের চাহিদা মেটাচ্ছিলেন। কিন্তু এখন সেই পাহাড়ি আলুও নেই।

ঢাকা ভিক্ষুকমুক্ত করতে অভিযান
০১ জুন, ২০১৬, প্রথম আলো
ভিক্ষুক পুনর্বাসনে সরকারের নানান উদ্যোগ থাকলেও বাস্তবতা ভিন্ন। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকাকে ভিক্ষুকমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করার পরও ওই সব এলাকায় ভিক্ষুকেরা বহাল তবিয়তে আছেন। বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিকদের জিম্মি করে ভিক্ষা চাওয়া, বিভিন্ন চক্রের মাধ্যমে ভিক্ষুকদের মাদক ব্যবসার সঙ্গেও সম্পৃক্ত করাসহ নানা ঘটনা ঘটছে। তাই ঢাকাকে ভিক্ষুকমুক্ত করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর শিগগিরই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করবে।
সমাজসেবা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এসংক্রান্ত বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। ঢাকা শহরের এলাকাকে তিনটি জোনে বিভক্ত করে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে ভিক্ষুকমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উত্তর সিটি করপোরেশনের বিমানবন্দর এলাকা ও হোটেল র‍্যাডিসনকে জোন ১, কূটনৈতিক জোন ও দূতাবাস এলাকাকে জোন ২ এ ভাগ করা হয়। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সোনারগাঁও হোটেল, হোটেল রূপসী বাংলা, বেইলি রোডকে জোন ৩ হিসেবে ভাগ করা হয়। এর আগে এসব এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। এই তিনটি জোনে সমাজসেবা অধিদপ্তর আবার অবিলম্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করবে। আদালত পরিচালনার সময় ভিক্ষারত অবস্থায় কাউকে পাওয়া গেলে তাঁদের ঢাকাসহ আশপাশের ছয়টি জেলায় সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে পুনর্বাসনের জন্য নেওয়া হবে।

উচ্ছেদের নোটিশ: আতঙ্কে নাহার পুঞ্জিবাসী
০৩ জুন, ২০১৬, আচিকনিউজ২৪ডটকম
জেলা প্রশাসনের জারিকৃত উচ্ছেদ নোটিশে আতঙ্কে দিন কাটছে সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন নাহার খাসি পুঞ্জিবাসীদের । ৩০ মে ২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) প্রকাশ কান্তি চৌধুরী স্বাক্ষরিত স্মারক নং ০৫.৪৬.৫৮০০.০১৫.১০০.০৩.১৫.৩৫০(৩) এর উচ্ছেদ নোটিশে আগামী ১২ জুনের মধ্যে পুঞ্জির দখল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন নাহার চা বাগান-এর সন্নিকটে এই পুঞ্জিতে বহুদিন ধরেই খাসিয়াদের বসবাস। তাদের প্রধান জীবিকা পান জুম। কয়েক প্রজন্ম ধরে নাহার পুঞ্জিতে খাসিয়ারা পান জুম করে জীবন ধারণ করছেন। পার্শ্ববর্তী নাহার চা বাগান কর্তৃপক্ষ খাসিয়াদের বসতভিটাকে দখল করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে নানান ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও পুঞ্জিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু অনেক ষড়যন্ত্রের পরও চা বাগান কর্তৃপক্ষ এই পুঞ্জিটি দখল করতে ব্যর্থ হয়।
সর্বশেষ ৩০মে ২০১৬ মৌলভীবাজার জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নাহার পুঞ্জির খাসিয়াদের বসতভিটা ও ভোগদখলীয় জায়গাকে খাসজমি হিসেবে চিহ্নিত করে উচ্ছেদ নোটিশ জারি করে। আগামী ১২ জুনের মধ্যে খাসিয়াদের পানজুম ও বসতভিটা ত্যাগ করার জন্য নোটিশে নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে।

টাকা দিলেই মিলছে বায়োমেট্রিকের সিম
০৯, জুন ২০১৬ , প্রথম আলো
আঙুলের ছাপ, জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবিড়কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। টাকা দিলেই মাগুরায় মিলছে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত সিম।
৪ জুন মাগুরা শহরের এম আর রোড (সাবেক কলেজ রোড) ও সৈয়দ আতর আলী সড়কে মুঠোফোনের সিম বিক্রির আটটি দোকানে ঘুরে এ তথ্য পাওয়া যায়। দোকানিরা ২০০ থেকে ৩০০ টাকার বিনিময়ে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা সিম বিক্রি করছেন। ওই দিন এম আর রোডের একটি দোকান থেকে ২৫০ টাকার টাকায় এ প্রতিনিধিও একটি সিম কেনেন। মাত্র ১৫ মিনিটের ব্যবধানে আরও দুজনকে এ দোকান থেকে সিম কিনতে দেখা যায়। এ ছাড়া পাশে মুঠোফোন সেবাদানকারী একটি অপারেটরের অনুমোদিত দোকানেও নিবন্ধিত সিম বিক্রি করতে দেখা গেছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে শহরের এম আর রোডের একজন সিম বিক্রেতা প্রথম আলোকে বলেন, বায়োমেট্রিক করা কয়েক শ সিম তাঁদের সংগ্রহে আছে। যাঁরা বায়োমেট্রিক করেননি কিংবা বায়োমেট্রিকের ঝামেলা এড়াতে চান, তাঁরা এসে এসব সিম কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মুঠোফোন সেবাদানকারী বিভিন্ন অপারেটরের অনুমোদিত বিক্রয় কেন্দ্র ও সড়কের পাশে অস্থায়ীভাবে খোলা নিবন্ধন বুথে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম পুনর্নিবন্ধনের সময় অধিকাংশ গ্রাহকের কাছ থেকে কৌশলে একাধিক আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপই মুখ্য। তাই পরে ওই আঙুলের ছাপ দিয়ে গ্রাহকের অজান্তে নতুন নতুন সিম নিবন্ধন করা হয়েছে। যা এখন বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে।

কৃষকের কার্ড নিয়ে সরকারি গুদামে গম দিচ্ছেন ব্যবসায়ী
০৯ জুন ২০১৬ , প্রথম আলো
সরকারিভাবে স্থানীয় খাদ্যগুদামে গম কেনা হচ্ছে। এর বিল দেওয়া হচ্ছে উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে। কিন্তু ৪০০ টাকা কৃষিভাতা দেওয়ার কথা বলে কৃষকের কাছ থেকে এই কার্ড নিয়ে তাঁর (কৃষকের) ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই ব্যবসায়ী তিন টন গমের দাম বাবদ তুলে নিচ্ছেন ৮৪ হাজার টাকা। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা খাদ্যগুদামে এভাবেই গম সংগ্রহ করা হচ্ছে।
নিয়ম অনুযায়ী সরকার কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি গম-ধান কিনবে। কৃষক যাতে কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয়, এ জন্য উপজেলা কৃষি কার্যালয় থেকে প্রত্যেক কৃষকের জন্য উপকরণ সহায়তা কার্ড করে দেওয়া হয়েছে। কার্ডধারী কৃষকেরাই সরকারি খাদ্যগুদামে নিজের উৎপাদিত ফসল সরবরাহ করতে পারবে এবং বিক্রির টাকা তাঁদের ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।
এবার সরকারিভাবে প্রতি কেজি গমের দর দেওয়া হয়েছে ২৮ টাকা করে। একজন কৃষক সর্বোচ্চ তিন টন গম সরবরাহ করতে পারবেন। এবার পুঠিয়া খাদ্যগুদামে ১ হাজার ২৪৬ মেট্রিক টন গম কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১০ এপ্রিল থেকে এই

মৌসুমের গম সংগ্রহ অভিযান শুরু করার কথা থাকলেও ৩৫ দিন পরে গত ১৬ মে এখানে গম সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়।
এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি অভিযোগ করেন, পুঠিয়ার গন্ডগোহালী গ্রামের কহিনুর রাইস মিল অ্যান্ড চাতালের স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম খাদ্যগুদামে সব গম সরবরাহের চুক্তি করেছেন। এ জন্য তিনি দালালের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে কার্ড সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে দালালকে ১০০ টাকা ও কৃষককে ৪০০ টাকা করে দিচ্ছেন। এই ৪০০ টাকা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত দিনে কৃষককে ব্যাংকে ডেকে আনা হচ্ছে। তাঁর চেকের মাধ্যমে তিন টন গমের দাম হিসেবে ৮৪ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। ... ...

ভারতের আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প: উদ্বাস্তু হবে এক কোটি ৩০ লাখ বাংলাদেশি
৯ জুন, ২০১৬ , কালের কণ্ঠ
ভারতের বহুল আলোচিত আন্তনদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে। এই মেগা প্রজেক্টের আওতায় ৩০টি খাল খনন করে ১৪টি নদীর পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ৩৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনার কথা। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ৩৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসাম এবং বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অভিন্ন নদীতে পানিপ্রবাহ কমে গেলে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ ভূমি নোনা পানির গ্রাসে চলে যাবে। বাস্তুচ্যুত হবে এক কোটি ৩০ লাখ মানুষ। ভূগর্ভের পানির স্তর নেমে যাবে। পৃথিবীর খ্যাতিমান গবেষকদের গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে।
আন্তনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ১৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ৩০টি সংযোগ খালের মাধ্যমে ভারতের প্রধান ১৪টি নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করা হবে। প্রকল্পের অধীনে দুটি অঞ্চল রয়েছে; এর একটি হলো পেনিনসুলা। এর আওতায় দক্ষিণ ভারতের গোদাবারী, পেন্নার, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ১৬টি খাল কাটা হবে। আর দ্বিতীয় অংশের আওতায় হিমালয় অঞ্চলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও এদের শাখা নদীতে পানি ধরে রাখার জন্য কৃত্রিম সংরক্ষণাগার তৈরি করা হবে। বাংলাদেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দ্বিতীয় অংশের নদীগুলোর সংযোগ স্থাপনে ১৪টি খাল কাটা হলে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর ফলে বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোতে পানিসংকট দেখা দেবে। কারণ বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর পানির ৬০ শতাংশ আসে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে। .....
ভারতের প্রখ্যাত পরিবেশবিদ ও গবেষক হিমাংশু ঠাক্কার এ বিষয়ে এক ই-মেইলের জবাবে কালের কণ্ঠকে বলেন, আন্তনদী সংযোগের প্রথম প্রকল্প কেন-বেতোয়া সংযোগটির কাজ এখনো শুরু হয়নি। এটিসহ বাকি ২৯টি প্রকল্পের কাজ শুরুর আগেই এর প্রভাব কী হতে পারে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণা হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, কেন-বেতোয়া সংযোগ খালটি চালু হলে যমুনায় পানিপ্রবাহ কমে যাবে; যার প্রভাব গঙ্গার ওপরও পড়বে। কিন্তু এ নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। ... ...
আন্তনদী সংযোগ প্রকল্পটি নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের তিন গবেষক শ্যারন গুর্দজি কেরি নোলটন ও কোবি প্লাত 'ইন্ডিয়ান ইন্টার-লিংকিং অব রিভার : এ প্রিলিমিনারি ইভোলিউশন' শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সুন্দরবন তলিয়ে যাবে। এ ছাড়া ভূগভের্র পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাবে।... ...
'ভূতাত্ত্বিক, পরিবেশগত ও আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প' শীর্ষক আরেকটি গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লক হ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. খালেকুজ্জামান, অবার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনিত শ্রীবাস্তব ও ইউনিভার্সিটি অব মিসিসিপি মেডিক্যাল সেন্টারের ফজলে এস ফারুক। তাঁদের গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমি এত উর্বর হতো না, যদি না ওই এলাকা দিয়ে তিন শর মতো নদ-নদী প্রবাহিত হতো। প্রাকৃতিকভাবে নদ-নদীর পানি সাগরে গিয়ে মেশে। এতে সাগরের নোনা পানি ওপরের দিকে উঠে আসতে বাধা পায়। কিন্তু আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প চালু হলে কলকাতা ও বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানিপ্রবাহ কমে যাবে। এতে সাগরের নোনা পানি সহজেই ঢুকবে। গবেষকরা বলছেন, আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার এক কোটি ৩০ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারাবে। ফারাক্কা বাঁধের আগে বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো বছরে গড়ে আড়াই বিলিয়ন টন পলি সাগরে বয়ে নিয়ে যেত। এখন এটি কমে দাঁড়িয়েছে দেড় বিলিয়ন টনে। আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ পলির পরিমাণ আরো কমে যাবে। এতে সাগরের নোনা পানি আরো ওপরে উঠে আসবে। সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে।
গবেষকরা বলছেন, জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রে পানির গড় প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ ৭৬ হাজার ৫ ৫০ ঘনমিটার। ভারত আন্তনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি প্রত্যাহার করে নেবে। এতে শুষ্ক মৌসুম জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে প্রতি সেকেন্ডে ব্রহ্মপুত্রে ১৭ হাজার ১৫৩ ঘনমিটার পানি অবশিষ্ট থাকবে। এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। ... ...

কারাগারে মানবিক বিপর্যয়ের আশংকা
১৬ জুন, ২০১৬, যুগান্তর
সারা দেশে ছোট বড় ৬৮টি কারাগার আছে। এর মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার। দুটি হাইসিকিউরিটি কারাগার। বাকি ৫৫টি দেশের বিভিন্ন জেলা সদরে অবস্থিত। সরকারি হিসাবমতে, দেশের সবকটি কারাগার মিলে বন্দির ধারণক্ষমতা ৩৪ হাজার ৭০৬ জন। তবে বুধবার পর্যন্ত কারাগারগুলোতে বন্দির সংখ্যা ছিল ৭৫ হাজার ৪৪৪ জন। অর্থাৎ বুধবার পর্যন্ত দেশের কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার চেয়ে ৪০ হাজার ৭৩৮ জন বন্দি বেশি ছিল, যা মোট ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে কারা অধিদফতরের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে জঙ্গিবিরোধী সাঁড়াশি অভিযান শুরু হওয়ার পর প্রতিদিন গড়ে কারাগারগুলোতে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বন্দি যোগ হচ্ছে। তবে স্বাভাবিক নিয়মে আদালত থেকে জামিন পেয়ে দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন ৯শ' থেকে এক হাজার আসামি। সে হিসাবে দেশের কারাগারগুলোতে প্রতিদিন আসামির সংখ্যা বাড়ছে দুই হাজার।
তবে বুধবার বিকাল পর্যন্ত পাওয়া হিসাবমতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ধারণক্ষমতার চেয়ে তিনগুণেরও বেশি বন্দি ছিল। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এ কারাগারটির ধারণক্ষমতা ২ হাজার ৬৫০ জন হলেও মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত এ কারাগারে বন্দির সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৩৪৩ জন।
পুলিশ সদর দফতরের হিসাবমতে, ১০ জুন থেকে দেশজুড়ে শুরু হওয়া জঙ্গিবিরোধী সাঁড়াশি অভিযানে বুধবার ভোর পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন ১৫ হাজার ৩৪ জন।

ক্রসফায়ারেই সমাধান?
২০ জুন, ২০১৬, প্রথম আলো
মাদারীপুরে 'বন্দুকযুদ্ধে' সন্দেহভাজন জঙ্গি গোলাম ফয়জুল্লাহ ফাহিম নিহত হওয়ার ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই ঢাকায়ও একই ঘটনা ঘটল। গতকাল রোববার ভোররাতে ঢাকায় নিহত শরিফুল ওরফে সাকিব লেখক অভিজিৎ রায়সহ অন্তত সাতটি খুনে জড়িত ছিলেন বলে দাবি পুলিশের।
এ নিয়ে চলতি মাসে সন্দেহভাজন সাত জঙ্গিসহ ১৪ জন নিহত হয়েছে কথিত বন্দুকযুদ্ধে। তাদের যথাযথ তদন্ত ও বিচারের আওতায় না এনে বন্দুকযুদ্ধের মুখে পাঠানো নিয়ে সব মহলে প্রশ্ন উঠেছে।
অভিধানে বন্দুকযুদ্ধের সংজ্ঞা হচ্ছে, দুটি পক্ষের পরস্পরের দিকে গুলি ছোড়া। আর ক্রসফায়ার হচ্ছে, দুটি পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে পড়ে হতাহত হওয়া। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত ধারণায় ক্রসফায়ার ও বন্দুকযুদ্ধ শব্দ দুটিকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হেফাজতে হত্যার সমার্থক হিসেবেই ধরা যায়।
ধমের্র নামে জঙ্গি তৎপরতায় সন্দেহভাজনদের 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হওয়ার ঘটনা শুরু হয় গত ২৪ নভেম্বর। ওই দিন রাতে ঢাকায় কথিত বন্দুকযুদ্ধে এক জেএমবি সদস্য, এরপর ১৩ জানুয়ারি আরও দুই জেএমবি সদস্য নিহত হয়। পুলিশের দাবি, তারা সবাই পুলিশ হত্যা এবং গত অক্টোবরে হোসেনি দালানে বোমা হামলায় জড়িত ছিল। ৫ জুন চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তা বাবুল আক্তারের স্ত্রীকে হত্যার পর গত দুই সপ্তাহে ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, গাইবান্ধা ও মাদারীপুরে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় আরও সাতজন সন্দেহভাজন জঙ্গি। সব কটি বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে প্রায় একই রকম কথা বলা হয়েছে।
এর মধ্যে একমাত্র মাদারীপুরে কলেজশিক্ষক রিপন চক্রবর্তীকে কুপিয়ে পালানোর সময় জনতার হাতে ধরা পড়েন ফাহিম (১৯)। তিনি চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। হাতেনাতে ধরা পড়া এই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার পর প্রথম দিন সকালেই কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। এরপর ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই গতকাল ভোরে ঢাকার খিলগাঁওয়ে গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে একই রকম বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন শরিফুল ওরফে সাকিব, যাঁকে ধরতে গত ১৯ মে পুরস্কার ঘোষণা করে পুলিশ গণমাধ্যমে তাঁর ছবি প্রকাশ করে।